অনলাইন প্রস্তুতিমূলক শ্রেণি কার্যক্রম-৫

নবম-দশম শ্রেণি

বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

একাদশ অধ্যায় (জাতীয় সম্পদ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা)

বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

❖ শিখন ফল

- অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনা করতে পারবে।
- বাংলাদেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবে।

❖ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী?

অভাব ⟶ প্রচেষ্টা ⟶ উৎপাদন ⟶ বণ্টন ⟶ ভোগ

একটি রাষ্ট্রের অধিবাসীকে তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে হয়। এইসব প্রয়োজনই অর্থনীতির ভাষায় অভাব।

অভাব পূরণের জন্য রাষ্ট্রকে বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রের সম্পদ ব্যবহার করে

উৎপাদনের মাধ্যমে এসব অভাব পূরণের চেষ্টা করে।

উৎপাদনের জন্য চারটি উপকরণ প্রয়োজন হয়।

(১) ভূমি অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদ

(২) শ্রম অর্থাৎ মানুষের মেধা ও পরিশ্রম

(৩) মূলধন হলো উৎপাদিত পণ্য বা সেবার যে অংশ পরবর্তী উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয় । যেমন, কৃষক তার ফসলের যে অংশ বীজ হিসেবে ব্যবহার করে। কিংবা শিল্প কারখানা, যন্ত্রপাতি, অর্থ এসব শিল্পের মূলধন।

(৪) এই তিনটি উপকরণের সমন্বয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা ও সম্পাদন হলো সংগঠন।

এই চারটি উপকরণ ব্যবহার করে কোনো দ্রব্য এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরের মাধ্যমে যখন দ্রব্যটির উপযোগ পরিবর্তিত হয় তখন তাকে উৎপাদন বলে। যেমন, তুলা দিয়ে বালিশ তৈরি হয়। আবার তুলা থেকে সুতা, সুতা থেকে যখন কাপড় উৎপাদন করা হয়। তখন তুলার উপযোগ পরিবর্তন হয়।

উৎপাদনের প্রতিটি উপকরণ ব্যবহারের জন্য পারিতোষিক দিতে হয়। ভূমির জন্য খাজনা, শ্রমের জন্য মজুরী, মূলধনের জন্য সুদ এবং সংগঠনের জন্য মুনাফা। উৎপাদনের উপকণের মধ্যে এই পারিতোষিক ভাগ করে দেওয়াই হলো বণ্টন।

একজন নাগরিক এই সকল পারিতোষিক মিটিয়ে তার অভাব পূরণের জন্য যা ব্যবহার করে অর্থনীতির ভাষায় তাকে বলা হয় ভোগ।

একটি রাষ্ট্র কী প্রক্রিয়ায় উৎপাদন করবে, উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিকানা কীভাবে নির্ধারণ করা হবে, মোট উৎপাদিত দ্রব্য-সেবা-সম্পদের অর্থমূল্য কীভাবে উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে বণ্টন করা হবে এবং ভোগ প্রক্রিয়া কীরূপ হবে এই সকল কিছুর সমন্বয়ই হলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

❖ বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য:

বিশ্বে এ পর্যন্ত চার ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কার্যকর হতে দেখা গেছে। ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, মিশ্র ও ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। কয়েকটি প্যারামিটারের প্রেক্ষিতে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলো তুলনামূলক আলোচনা করা হলো:-

সম্পদের মালিকানা :

- ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদে যেকোনো নাগরিক স্বাধীনভাবে নিজের সম্পদ অর্জন করতে পারে।
- সমাজতন্ত্রে সকল সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন। ব্যক্তি কোনো প্রকার সম্পদের মালিক হতে পারবে না।
- মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার পাশাপাশি কোনো কোনো খাত সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সরকারি মালিকানা ও নিয়ন্ত্রনাধীন।
- ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উভয় মালিকানা বিদ্যমান। তবে সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত বিধান অনুসারে পরিচালিত হয়। একজন ব্যক্তি নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গচ্ছিত রাখলে তার একটি নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্র জনগণের মধ্যে বণ্টন করতে হয়।
-

অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ:

- পুঁজিবাদে যেকোনো ব্যক্তি যেকোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে বলে বাজারে বহু সংখ্যক উৎপাদক থাকে এবং তাদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে। উৎপাদনের উপকরণের মালিকানাও থাকে ব্যক্তির হাতে। ক্রেতার চাহিদা এবং বিক্রেতার সরবরাহের ভিত্তিতে বাজারে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়।
- সমাজতন্ত্রে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকার মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। কোন্ দ্রব্য কী পরিমাণ উৎপাদন হবে কোন্ প্রক্রিয়ায় উৎপাদন হবে উৎপাদিত পণ্য কাদের মাঝে বণ্টন করা হবে তা পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে সরকার নির্ধারণ করে।
- মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তি খাতের প্রাধান্য থাকায় পুঁজিবাদের প্রক্রিয়াতেই দাম নির্ধারিত হয়। তবে বাজারে কোনো সংকট দেখা দিলে সরকার তা নিয়ন্ত্রণে কাজ করে।
- ব্যক্তি উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারে তবে তা শরিয়তের বিধান অনুসারে হতে হবে। কুরআনে বর্ণিত 'হালাল' দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন ও ভোগ করতে পারবে। ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় মূলধনের পারিতোষিক হিসেবে সুদ প্রদানের ব্যবস্থা আছে কিন্তু ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় সুদের পরিবর্তে পারিতোষিক হিসেবে মূলধনের আনুপাতিক হারে লাভ অথবা লোকসানের অংশ প্রদান করে।

উৎপাদনের উদ্দেশ্য:

- ব্যক্তি উৎপাদনের সকল উপকরণের জন্য ব্যয় করে বলে মুনাফা সর্বাধিক করা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় প্রধান উদ্দেশ্য হয়।
- প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের কোনো সুযোগ নেই।
- ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকানা ও উৎপাদনের সিদ্ধান্ত যেহেতু মিশ্র অর্থনীতিতে বিদ্যমান তাই মুনাফা সর্বাধিকরণ এই অর্থব্যবস্থার উদ্দেশ্য। এমনকি সরকারি বিনিয়োগেও একই উদ্দেশ্য থাকে। তবে সেবামূলক অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে এ উদ্দেশ্য থাকে না।
- ব্যক্তিগত মুনাফার সুযোগ থাকলেও ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদ সংরক্ষণে শরিয়তের বিধিবিধান মানতে হয়।

আয় বণ্টন:

- মুনাফা সর্বোচ্চকরণের উদ্দেশ্যে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উদ্যোক্তা উৎপাদন ব্যয় কম এবং বিক্রয়মূল্য বেশি পেতে চেষ্টা করে। উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য তারা কম মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগ করে। আবার মুনাফার অংশ শ্রমিককে দেওয়া হয় না। এভাবে সমাজে আয় বৈষম্য সৃষ্টি হয়। সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়।
- সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রই উদ্যোক্তা অর্থাৎ মুনাফার মালিক। একইভাবে ভূমির খাজনা, মূলধনের সুদও সরকারের কোষাগারে জমা হয়। রাষ্ট্রই শ্রমিকের মজুরি প্রদান করে। সমাজতন্ত্রে নীতি- প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাবে এবং কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে। তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজে বেকারত্ব থাকে না। রাষ্ট্র প্রত্যেকের সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা করে দেয়। উৎপাদনের অবদান অনুসারে প্রত্যেকে মজুরি পায়। কেউ বঞ্চিত হয় না। ফলে সম্পদের সুষম বণ্টন হয়।
- বেসরকারি অংশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মত শ্রমিক শোষণ বিদ্যমান। তবে সরকারের সেবামূলক খাতগুলো সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্য উৎপাদন কাজ পরিচালনা করে।
- ইসলামি শরিয়ত মত এই অর্থ ব্যবস্থায় শ্রমিকের নায্য মজুরি প্রদান করা হয়। উৎপাদনে উপাদানের অবদানের ভিত্তিতে উপাদানসমূহের পাওনা পরিশোধ করা হয়। তাই শোষণহীন উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসৃত হয় ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায়।

❖ বাংলাদেশে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা:

প্রাচীন বাংলায় এবং মুসলিম ও ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলাদেশে প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। পাকিস্তান আমলে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়ে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা স্থান করে নেয়। পাকিস্তান আমলের শেষদিকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রাধান্য পাওয়ায় অধিকাংশ সম্পদ ও মূলধন দেশের ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। স্বাধীনতার পর সংবিধানের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বড় বড় কারখানা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিমা কোম্পানি, পরিবহণ, প্রাথমিক শিক্ষা, আমদানি-রপ্তানি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেওয়া হয়। পরবর্তীতে বেসরকারি খাত ও ব্যক্তি উদ্যেগকে সম্প্রসারণ করা হয়। বিশ্বে বিরাজমান অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে মুক্তবাজার অর্থনীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে কিছু খাত সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালনার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ বর্তমানে দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রাধান্যসহ মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান।